



33694 - ইসলামে নামাযের মর্যাদা

প্রশ্ন

আশা করি আপনারা ইসলাম ধর্মে নামাযের মর্যাদা পরস্কারভাবে বর্ণনা করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে রয়েছে নামাযের অনেকে বড় মর্যাদা। অন্য কোন ইবাদত এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। নমিনোকৃত বিষয়গুলো এটি প্রমাণ করে:

এক: নামায ইসলামের মূলস্বত্মভ; যা ছাড়া ইসলাম দণ্ডয়মান হতে পারে না।

মুয়ায বনি জাবাল (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি কী তোমাকে ধর্মে মস্তক, মূলস্বত্মভ ও শীর্ষচূড়া সম্পর্কে অবহতি করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: ধর্মে মস্তক হলো ইসলাম। মূলস্বত্মভ হলো: নামায এবং শীর্ষচূড়া হলো জহাদ...” [সুনানে তরিমযি (২৬১৬), আলবানী ‘সহিহুত তরিমযি’ গ্রন্থে (২১১০) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

দুই: দুই সাক্ষ্যবাহীর পরই নামাযের স্থান; যাতে করে সটে আকদির শুদ্ধতা ও সঠিকতার প্রমাণ হয় এবং অন্তরে যা স্থান করে নিয়েছে ও সত্যায়ন করেছে সটোর দলিল হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইসলাম পাঁচটি স্বত্মভের উপর নির্মিত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কোন উপাস্য সত্য নয়; আল্লাহ ছাড়া) এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস ও বার্তাবাহক) এই সাক্ষ্য দয়া; নামায কায়মে করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।” [সহিহ বুখারী (৮) ও সহিহ মুসলিম (১৬)]

নামায কায়মে মানতে: পরপূর্ণভাবে সকল কথা ও কাজসহ নির্দিষ্ট সময়মত নামায আদায় করা; যমেনটি কুরআনে কারীমে এসেছে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় সময়মত নামায আদায় করা মুমনিদের উপর ফরযকৃত”।

তনি: নামায ফরয হওয়ার স্থানরে কারণে অন্য সকল ইবাদতরে উপর নামাযের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।



এই নামাযেরে বধিান নযি়ে কোন ফরেশেতা পৃথবীতে নাযলি হননি। কনিতু আল্লাহ্ চয়েছেনে তাঁর রাসূলক্ আসমানে উর্ধ্ব গমন করাতে এবং তিনিহি সরাসরি নামাযেরে ফরযয়িতরে বধিয়ে সম্বোধন করতে। এটি অন্যসব শরয়ি বধিান থেকে নামাযেরে বশিষেত্ব।

নামাযক্ মরোজেরে রাতে হজিরতরে তিনি বছর আগে ফরজ করা হয়ছেে।

প্রথমে পঁশ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়ছেলি। পরে সটোক্ শখিলি করে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়ছেে। তবে পঁশ্চাশ ওয়াক্তরে সওয়াব বলবৎ আছে। এটি নামায আল্লাহ্র প্রয়ি হওয়া এবং নামাযেরে মহান মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

চার: নামাযেরে মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করনে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: বকররে হাদসি়ে এসছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামক্ বলতে শুনছেনে তিনি বলনে: “যদি তোমাদরে কারো দরজায় একটিনিহর থাকে এবং সে এ নিহর থেকে প্রতদিনি পাঁচবার গোসল করে; তার গায়ে কী কোন ময়লা থাকবে; তোমাদরে কী মনে হয়? সাহাবীরা বলল: কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলনে: এটাই হলো নামাযেরে উপমা। নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাপরাশি ক্ষমা করনে।” [সহহি বুখারী (৫২৮) ও সহহি মুসলমি (৬৬৭)]

পাঁচ: দ্বীনরে সর্ববশেষে যে জনিসিটি হারয়ি়ে যাবে সটেই হলো নামায। যখন নামায হারয়ি়ে যাবে তখন গোটো দ্বীনই হারয়ি়ে যাবে...।

জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “মুমনি ব্যক্তি এবং শরিক-কুফররে মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হছে- নামায বর্জন।” [সহহি মুসলমি (৮২)]

তাই একজন মুসলমিরে উচিত যথাসময়ে নামায আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। অলসতা না করা এবং ভুলে না-থাকা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “অতএব, দুর্ভোগ সেই নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামায আদায়রে ব্যাপারে অমনোযোগী।” [সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৫]

যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে তাকে ধমক দতি গয়ি়ে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “কনিতু তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অতএব অচরিইে তারা عٰی (ক্ষতগ্নিস্ততা) এর সম্মুখীন হবে।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫৯]

ছয়: কয়ামতরে দিনি সর্বপ্রথম বান্দার নামাযেরে হিসাব নয়ো হবে...।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামক্ বলতে শুনছি: “নিশ্চয়



কিয়ামতের দিনি বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম যে আমলরে হিসাব নয়ো হবে সেটো হচ্ছে- নামায। যদি নামায ঠিকি থাকে তাহলে সে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবে। আর যদি নামায ঠিকি না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ ও বফিল হবে। যদি তার ফরয নামাযে কিছু ঘাটতি থাকে; তখন রব্ব বলবনে: দেখে; আমার বান্দার কোনে নফল আমল আছে কি? থাকলে সেটো দিয়ে ফরযরে ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরও হিসাব নয়ো হবে। [সুনানে তরিমযি (৪১৩), সহহিল জামে (২৫৭৩)]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেনে আমাদরেকে তাঁর যিকরি, তাঁর কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদত পালনে সাহায্য করনে।

তথ্যসূত্র: ড. আত-তায়্যাররে রচতি 'কতিবুস সালাহ' (পৃষ্ঠা-১৬) এবং আল-বাসসামরে রচতি 'তাওয়হিল আহকাম' (১/৩৭১) এবং বালুশরি রচতি 'মাশরুইয়্যাতুস সালাহ' (পৃষ্ঠা-৩১)]